প্রথম আলো

তারিখ 25 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

টানা দুই মাসের ছুটির সিদ্ধান্তে শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতির আশঙ্কা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬ মে থেকে ২৫ জুলাই পর্যন্ত দুই মাসের গ্রীষ্মকালীন ও ঈদের ছুটির সিদ্ধান্ত হয়েছে। বছরের শুরুতে কয়েক মাস রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। এরপর টানা দুই মাসের ছুটি শিক্ষা কার্যক্রমকে নতুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

গত শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. আবুল হোসেন।

গতকাল রোববার সকালে দুই মাসের ছুটির বিষয়টি জানাজানি হলে বিভিন্ন চায়ের দোকানে, হলের কমনরুমে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে কথা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বলতে দেখা যায়। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতেও দীর্ঘ ছুটির সমালোচনা করেছেন অনেক শিক্ষার্থী।

সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে সংকট সমাধান করতে চাইছে প্রশাসন। এটা ভুল সিদ্ধান্ত। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থী রাজেশ চন্দ্র ধর ও আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, প্রায় পাঁচ মাস দেরি করে স্নাতক চতুর্থ বর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে দুই মাসের ছুটি হলে সেশনজট তৈরি হবে।

গত বুধবার এক প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে ২৬ মে থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন ছুটি ঘোষণা করে প্রশাসন। কিন্তু এরপর হঠাৎ করেই শনিবারের বিশেষ সিন্ডিকেটে ছুটি ২৫ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো. খবির উদ্দিন বলেন, এত দীর্ঘ ছুটিতে শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রশাসন গ্রীষ্মকালীন ছুটি কমিয়ে আনতে পারত।

সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. আবুল হোসেন বলেন, আলাদাভাবে দুবার ছুটি হলে শিক্ষার্থীদের আবার ক্যাম্পাসে আসতে হবে। অন্যদিকে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কমিয়ে দিলে কর্মচারীরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।